Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-II, January 2024, Page No.80-90
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

শ্রীস্বপনকুমার বিষয়ে নানা অমীমাংসা ও তার সম্ভাব্য উত্তর

বর্ণালী পাল

গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, পশিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

In Bengali detective fiction Sriswapankumar is a very popular and controversial name. His detective series which were written between the 1950s to almost 2000s gained immense popularity. However, apart from this popularity the series and the writer himself faced undue mockery and negative criticism. As a writer he did'nt get proper respect at that time which he deserved. But in the peresnt century we have noticed the common Bengali reader's interest towards Sriswapankumar and his detective series. Not only that, we have seen the adaptation of Sriswapankumar's life and his literary works in Bengali novel, drama and cinemas. That's why we have felt the need of a discussion where we can solve the unknown and controversial facts about Sriswapankumar and his detective fictions. In the essay we have tried to answer some common doubt about Sriswapankumar.

Key Words: Sriwapankumar, Detective series, Popular, controversy, doubts and its answer.

মূল আলোচনা: বাংলা গোয়েন্দা সিরিজের বিস্তৃত ক্ষেত্রে একটি বিতর্কিত নাম শ্রীস্বপনকুমার। বির্তক এবং একইসঙ্গে ধোঁয়াশা যেমন নামটিকে এমনকী নামটির অন্তরালে থাকা ব্যক্তিমানুষটিকে ঘিরে জায়মান, তেমনি যুগপৎ সংশয় ও মতভেদ রয়েছে তাঁর প্রথম গোয়েন্দা সিরিজের নাম এবং একাধিক সিরিজের প্রকাশকাল, সিরিজের মোট বই-সংখ্যা বিষয়েও। অথচ অস্বীকার করা যায় না সমকালে এগুলির বিপুল জনপ্রিয়তাকে। বস্তুত 'শ্রীস্বপনকুমার' সমসময়ে হয়ে উঠেছিল একটি ব্র্যান্ড নেম, যাকে কাজে লাগিয়ে লাভবান হয়েছিলেন তাঁর বইয়ের প্রকাশকরা। অধিকাংশ সাধারণ বাঙালি পাঠক সেদিন উপেক্ষা করতে পারেননি ঘটনাবহুল কাহিনিগুলির আর শ্রীস্বপনকুমারের হুড়মুড়িয়ে গল্প বলার তীব্র আকর্ষণকে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে একইসঙ্গে স্বীকৃতি, জনপ্রিয়তা এবং সংশয় ও বিরূপ সমালোচনা সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে শ্রীস্বপনকুমার এবং তাঁর গোয়েন্দা সিরিজগুলির সঙ্গে। এসত্ত্বেও বর্তমান শতাব্দীতে তাঁর গোয়েন্দা উপন্যাসগুলি সিরিজ আকারে খণ্ডে খণ্ডে একাধিক প্রকাশনী ('লালমাটি' এবং 'দেব সাহিত্য কুটীর') থেকে সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে এবং কোনও কোনও খণ্ড পাঠকের চাহিদায় ইতিমধ্যে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁর গোয়েন্দা উপন্যাস অবলম্বনে লেখা হয়েছে নাটক ('রাতবিরেতের রক্তপিশাচ', লেখক অভি চক্রবর্তী), তাঁর জীবন ও সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে উপন্যাস, ('সুপারম্যানের পিতা', লেখক বিনোদ ঘোষাল) এবং অতিসাম্প্রতিককালে শ্রীস্বপনকুমারের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে চলচ্চিত্র

('বাদামী হায়নার কবলে') আসলে যা এখনও সুনিশ্চিত করে শ্রীস্বপনকুমারের জনপ্রিয়তাকে। তাই বর্তমানে শ্রীস্বপনকুমার এবং তাঁর গোয়েন্দা সিরিজগুলি নিয়ে প্রচলিত বিতর্কের মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন বলে করি এবং সেই ভাবনা থেকেই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের অবতারণা। এই প্রবন্ধে শ্রীস্বপনকুমার এবং তাঁর গোয়েন্দা সিরিজগুলি সম্পর্কে প্রচলিত কোনও পূর্ববর্তী ধারণা বা অভিমতের বশবর্তী না হয়ে; কিন্তু সেগুলি স্মরণে রেখে উপন্যাসগুলির অভ্যন্তরীণ পাঠের ভিত্তিতে নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রচল সংশয়গুলির নিরসন ও জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধানের প্রয়াস রয়েছে।

'এক হাতে উদ্যত পিস্তল, অন্য হাতে জ্বলন্ত টর্চ, দীপক চ্যাটার্জি পাঁচতলা হইতে জলের পাইপ বাহিয়া বিদ্যুৎ গতিতে নীচে নামিয়া গেল' অথবা 'ঢং ঢং ঢং করে রাত্রি একটা বাজল'—এই ধরনের আপাতঅসম্ভব বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ কয়েকটি বাক্যের ভিত্তিতে যাঁর লেখাকে হাস্যাস্পদ জ্ঞান করা হয়ে থাকে, তিনিই বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক সিরিজ গ্রন্থের লেখক শ্রীস্বপনকুমার। কিন্তু সংশয় রয়েছে এই নামটির ক্ষেত্রেও। 'স্বপন কুমার' না 'শ্রীস্বপন কুমার' নাকি 'শ্রীস্বপনকুমার' প্রকৃত নাম কোনটি তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। এই নাম-বিভ্রাটের বিষয়টি আমরা যথাস্থানে সমাধানের চেষ্টা করব; আপাতত কেবল এটুকু উল্লেখ করছি যে এটি লেখকের ছদ্মনাম। যাই হোক এখানে যেটি বলবার তা হল, বহু প্রচল পূর্বোক্ত যে বাক্য দুটির ভিত্তিতে শ্রীস্বপনকুমারের গোয়েন্দা সিরিজগুলিকে হেয় করা হয়, তার মধ্যে প্রথমটির সন্ধান তাঁর উপন্যাসের অভ্যন্তরীণ পাঠে মেলে না। আমাদের এই বক্তব্যের সমর্থনও আমরা পেয়েছি 'স্বপনকুমার সমগ্র'-র সংকলক এবং প্রকাশক নিমাই গড়াইয়ের জবানি থেকে—'এমন বর্ণনা আমিও শুনেছি, কিন্তু পাইনি কোনও দিন।'[১] এবং দ্বিতীয় প্রচলিত বাক্য— 'ঢং ঢং ঢং' করে 'একটা' বাজার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলতে পারি, তাঁর গোয়েন্দা উপন্যাসগুলিতে এই পদ্ধতিতে যেমন একটা বাজার কথা উল্লিখিত হয়, তেমনি তিনটে বা এগারোটা বাজার জানান এভাবেই দেন তিনি।[২] বস্তুত এটিই শ্রীস্বপনকুমারের সময় নির্দেশনার নিজস্ব স্টাইল। অর্থাৎ পূর্বোক্ত যে বাক্য দুটির ভিত্তিতে শ্রীস্বপনকুমারের গোয়েন্দা উপন্যাসগুলির ওপর যুক্তিহীতার অভিযোগ আনা হয় তাদের অসারতা দেখানো গেল।

কে এই শ্রীস্বপনকুমার? বাঙালি চরিতাভিধান কিংবা সাহিত্যিকদের পরিচয় প্রদানকারী গ্রন্থগুলিতে শ্রীস্বপনকুমার অনুপস্থিত। তাঁর প্রতি এই উপেক্ষার কারণ বিশ্লেষণ করে বিশিষ্ট সমালোচক অদ্রীশ বিশ্বাস বলেছেন:

> ...স্বপনকুমারকে স্বীকৃতি না দেওয়ার, পাত্তা না-দেওয়ার, ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত না-করার, গুরুত্ব না-দেওয়ার সচেতন একটা প্রয়াস ছিল। যেহেতু অন্য লেখকরা উলটো দিকে দাঁড়িয়ে—সেই এলিটিস্ট মনোভাব থেকে এই বর্জন এক ধরনের লেখালিখির রাজনীতিকে তুলে ধরেছিল। 'আমরা-ওরা'র রাজনীতি। একদিকে স্বপনকুমারের বইয়ের লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রির বাণিজ্য-সাফল্যকে ঈর্ষা করা, অন্যদিকে এলিটিস্ট নন্দনতাত্ত্বিক কাঠামোর সঙ্গে মিলছে না বলে তাঁর সাহিত্যকে তুচ্ছ, হাস্যকর, নিম্নরুচির, নিম্নমানের ধরে নিয়ে বর্জন করা, এটাই ছিল সে রাজনীতির সাংস্কৃতিক-আধিপত্য। ফলে স্বপনকুমার কোথাও নেই।[৩]

ছদ্মনামটির অন্তরালে থাকা ব্যক্তিমানুষটির প্রকৃত নাম সমরেন্দ্রনাথ পাণ্ডে। রাজশাহী জেলার একটি আইনজীবী পরিবারে জন্মগ্রহণ (২৬ অক্টোবর ১৯২৭) করলেও ডাক্তারি পড়ার স্বপ্ন নিয়ে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে কলকাতায় আসেন তিনি, এবং স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য আর.জি.কর. মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি

হন। কিন্তু কলেজের দ্বিতীয় বর্ষে পাঠকালীন আর্থিক অনটনের কারণে সমরেন্দ্রনাথকে বাড়ি থেকে পড়াশোনার খরচ পাঠানো বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যেখান থেকে সমরেন্দ্রনাথের স্বপ্নের ইতি ঘটতে পারত, সেই সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তাঁর নবজন্ম ঘটে শ্রীস্বপনকুমাররূপে। ছোটবেলা থেকে বই পড়ার আগ্রহ এবং অল্পবিস্তর লেখালেখির অভ্যেস ছিল তাঁর। টিকে থাকার লড়াইয়ে এই সময়ে তিনি লেখাকেই আশ্রয় করলেন চটজলদি সুনামের সঙ্গে উপার্জনের সুযোগের কথা চিন্তা করে। বিষয় করলেন বাংলা গোয়েন্দা উপন্যাসকে। এখন পূর্বে উত্থাপিত লেখকের নাম বিভ্রাটের বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে।

'লালমাটি' এবং 'দেব সাহিত্য কুটীর' থেকে তাঁর গোয়েন্দা উপন্যাসগুলি যথাক্রমে 'স্বপনকুমার সমগ্র' (এখনও পর্যন্ত সাতটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে) এবং 'স্বপনকুমার ২০টি গোয়েন্দা উপন্যাস' (পাঁচটি খণ্ডে 'বিশ্ব-চক্র' সিরিজের একশোটি উপন্যাস সংকলিত হয়েছে এখানে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সমালোচক প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত তাঁর 'রহস্যগল্পের নায়কেরা' গ্রন্থে শ্রীস্বপনকুমারের 'বিশ্ব-চক্র' সিরিজে ১০৪টি উপন্যাস থাকার কথা বলেছেন; কিন্তু আমরা পূর্বোক্ত সিরিজের একাধিক সংস্করণের একাধিক উপন্যাস দেখেছি। পেপারব্যাক সংস্করণের সেই বইগুলির ব্যাক কভারে আমরা শ্রীস্বপনকুমারের 'বিশ্ব-চক্র' সিরিজের ১০০টি উপন্যাসের নামই পেয়েছি। সেখান থেকে আমাদের ধারণা যে আলোচ্য সিরিজটিতে ১০০টি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল।) শিরোনামে প্রাকশিত হয়েছে। আবার বিভিন্ন সমালোচক তাঁদের লেখায় ওঁকে উদ্দেশ করেছেন স্বপনকুমার নামে। এখান থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে লেখকের গৃহীত ছদ্মনামটি তবে স্বপনকুমার নিশ্চয়ই। কিন্তু বিষয়টি এতো সরল নয়। বিভ্রান্তি আরও জটিল হয় লেখকের সমকালে প্রকাশিত মূল বইগুলির ওপর দৃষ্টিপাত করলে। কোনও বইয়ে লেখকের 'স্বপন কুমার', কোথাও 'শ্রীস্বপন কুমার', আবার কোথাও 'শ্রীস্বপনকুমার' নাম লক্ষ করেছি আমরা। নামের এই বিভিন্নতা সত্ত্বেও আমরা বলতে চাই গোয়েন্দা উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে সমরেন্দ্রনাথ যে ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন তা হল শ্রীস্বপনকুমার। আমাদের এমন সিদ্ধান্তের যুক্তি হিসেবে প্রথমে উল্লেখ করতে চাই যে, নামের এই বিভ্রান্তি ঘটেছে কেবল বইয়ের প্রচ্ছদটি দেখার কারণে। পৃষ্ঠা উলটে নামপত্র বা 'টাইটেল পেজ'-টির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে সব ক্ষেত্রেই মুদ্রিত হয়েছে 'শ্রীস্বপনকুমার' নামটি। তবে শুধু যদি প্রচ্ছদকেও দেখি, তাহলেও সংখ্যাগত দিক থেকে শ্রীস্বপনকুমার নামের আধিক্যই পরিলক্ষিত হয়। আমাদের দ্বিতীয় প্রমাণ লেখকের সই। 'রহস্য কুহেলিকা' সিরিজ সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য সিরিজের প্রকাশক শ্রীস্বপনকুমারের সইসহ ব্যাক কভারে ছেপেছিলেন। সন্দেহ নিরসনের জন্য এখানে তার ফোটোকপি দেওয়া গেল। তৃতীয় একটি পরোক্ষ প্রমাণ আমরা পেয়েছি শান্তনু ঘোষের 'শ্রীস্বপনকুমারের নেপথ্যে' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে, যেখানে তিনি শ্রীস্বপনকুমারের সঙ্গে 'দেব সাহিত্য কুটীর'-এর চুক্তিপত্র দেখার দাবি করে জানান যে, 'এগ্রিমেন্ট সই হয়েছিল শ্রীস্বপনকুমার নামেই।'[৪] আশা করছি এবার লেখকের নাম-বিতর্কের বিষয়টি সমাধান করা গেল। এখন তাঁর গোয়েন্দা সিরিজগুলির প্রতি দৃষ্টি ফেরানো যাক।

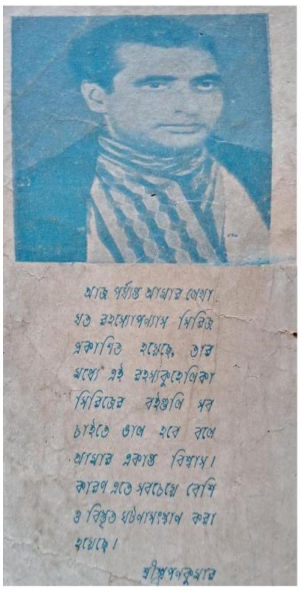

'রহস্য কুহেলিকা' সিরিজের ৯ নং উপন্যাস 'চক্রী ও চক্রান্ত'-এর ব্যাক কভারে মুদ্রিত হয়েছে শ্রীস্বপনকুমারের স্বাক্ষর।

১৯৬৩ সালে চিৎপুরের কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্তর 'জেনারেল লাইব্রেরী' থেকে প্রকাশিত 'বাজপাখি' সিরিজকে শ্রীস্বপনকুমারের প্রথম গোয়েন্দা সিরিজ বলে মনে করা হয়। কিন্তু এই ব্যাপারেও মতপার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেমন, সমালোচক অদ্রীশ বিশ্বাস, অভি চক্রবর্তী, কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্তর উত্তরাধিকারী মহেন্দ্র গুপ্ত (আগরওয়াল) এবং কৌশিক মজুমদার মনে করেন শ্রীস্বপনকুমারের আত্মপ্রকাশ 'বাজপাখি' সিরিজের মধ্য দিয়ে।[৫] অন্যদিকে আলোচক অর্ণব সাহা এবং প্রলয় বসুর মতে 'বিশ্ব-চক্র' শ্রীস্বপনকুমারের প্রথম গোয়েন্দা সিরিজ।[৬] শ্রীস্বপনকুমারের গোয়েন্দা উপন্যাসগুলির অভ্যন্তরীণ পাঠ থেকে এই সংশয় নিরসনের কোনও সূত্র পাওয়া যায় কিনা দেখা যেতে পারে। 'বাজপাখি' সিরিজের প্রথম উপন্যাস 'মৃত্যুচক্রে বাজপাখি'-তে বাজপাখি ছাড়াও পরোক্ষভাবে দস্যু প্রদ্যুম্নর প্রসঙ্গ এসেছে এভাবে:

> বার্মিজবেশী দীপক প্রথমে পলায়ন করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তা অসম্ভব দেখে নির্ভীকভাবে কোমর থেকে অটোমেটিক রিভালবারটা বের করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। যেকোনো উপায়েই হোক না কেন শত্রুপক্ষের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবেই। এই সাহসে নির্ভর করেই একদিন সে বিখ্যাত দস্যু প্রদ্যুম্নর সাথে মুখোমুখি সংগ্রাম করেছিল।[৭]

উপরিদ্ধৃত বিবরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে বাজপাখির পূর্বে প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীকে দস্যু প্রদ্যুম্নর 'মুখোমুখি' দাঁড় করিয়েছিলেন শ্রীস্বপনকুমার। 'স্বপনকুমার সমগ্র'-র তৃতীয় খণ্ড[৮] এবং 'সংবাদ প্রতিদিন'[৯]-এর একটি প্রতিবেদন থেকে আমরা জানতে পারি দস্যু প্রদ্যুম্ন ও দীপক চ্যাটার্জিকে নিয়ে রচিত সিরিজটির নাম 'রকেট'। অর্থাৎ 'রকেট' সিরিজ যে 'বাজপাখি' সিরিজের পূর্ববর্তী প্রকাশের সাল-তারিখ না পাওয়া পর্যন্ত উপন্যাস পাঠের নিরিখে তা অন্তত বলা যায়। তাহলে কি 'রকেট' সিরিজই শ্রীস্বপনকুমারের প্রথম গোয়েন্দা সিরিজ? না, 'রকেট'-এরও পূর্ববর্তী হল 'বিশ্ব-চক্র' সিরিজ। এই বিষয়ে পাথুরে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন আলোচক শান্তনু ঘোষ। তিনি 'দেব সাহিত্য কুটীর'-এর বর্তমান কার্যনির্বাহী সম্পাদক শ্রমতী রূপা মজুমদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত প্রকাশনার সঙ্গে হওয়া শ্রীস্বপনকুমারের 'বিশ্ব-চক্র' সিরিজের এগ্রিমেন্ট কপির কথা উল্লেখ করেছন পূর্বোক্ত প্রবন্ধটিতে। তিনি লিখছেন:

> দেব সাহিত্য কুটীরের ঝামাপুকুর লেনের অফিসঘর। ১৯৫৩ সালের গোড়ার সময়। প্রকাশক ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে দেখা করতে এলেন এক দীর্ঘদেহী সুদর্শন শৌখিন তরুণ। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ওই তরুণ সঙ্গে নিয়ে আসা ডিটেকটিভ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি জমা দিতে এসেছেন প্রকাশকের মনোনয়নের জন্য। পরিচয়ে জানান, তিনি আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, তাঁর নাম সমরেন্দ্রনাথ পাণ্ডে।[১০]

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, মেডিক্যাল কলেজে পড়াকালীন সমরেন্দ্রনাথ গোয়েন্দা উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। সমালোচকের বক্তব্য থেকেও আমাদের এই মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। এর পাশাপাশি শ্রীস্বপনকুমারের গোয়েন্দা উপন্যাসগুলির পাঠ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি একমাত্র 'বিশ্ব-চক্র' সিরিজেই দীপক চ্যাটার্জীর জীবন-পরিচয়, তাঁর প্রাইভেট ডিটেকটিভ হয়ে ওঠার নেপথ্য ইতিহাস উল্লিখিত হয়েছে:

> বি.এ.পরীক্ষা দিয়ে হাতে ছিল তার অখণ্ড অবকাশ। আর বাড়িতে বসে আড্ডা মেরে সময় নষ্ট করতে আর যেই ভালবাসুক, দীপক চ্যাটার্জীর মত ছেলেরা সে দলের নয়।...দীপক চ্যাটার্জীর পিতা ইহলোকের মায়া কাটিয়েছেন। দীপক এখন পিতার অগাধ সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। তা ছাড়া সে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্। তাই তার মত ছেলেদের একটা-না-একটা

> খেয়াল এসে জুটবেই। দীপকের কিন্তু রহস্যভেদটা খেয়াল না হয়ে একেবারে নেশায় এসে দাঁড়িয়েছিল। ইতিমধ্যে সে ক্রিমিনোলজিতে এম. এ.টাও দিয়ে ফেলেছিল। তাই এ বিষয়টা তার একটা বিশেষ 'ফ্যান্সী' হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[১১]

অন্যান্য উপন্যাসগুলিতে দীপককে 'প্রখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ'[১২] কিংবা 'ভারত বিখ্যাত, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গোয়েন্দা'[১৩] রূপে দেখানো হয়েছে, যার অর্থ দীপক আগে থেকেই তাঁর কাজের জন্য পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত। এই সমস্ত পাথুরে এবং উপন্যাসের আভ্যন্তরিক প্রমাণ থেকে 'বিশ্ব-চক্র'-কে শ্রীস্বপনকুমারের প্রথম গোয়েন্দা সিরিজ বলা যেতে পারে।

'বিশ্ব-চক্র'-এর পর সমরেন্দ্রনাথ শ্রীস্বপনকুমার ছদ্মনামে 'রকেট', 'বাজপাখি' (সিরিজটি এতটাই জনপ্রিয় হয় যে ১৯৬৭-৬৮ নাগাদ 'জেনারেল লাইব্রেরী' নতুন ছবি ও প্রচ্ছদ সহযোগে উপন্যাসগুলি পুনঃপ্রকাশ করেছিলেন), 'নিয়তি', 'কালরুদ্র', 'ক্রাইম এন্ড মিস্ট্রি', 'রাজেশ', 'মায়াজাল',[১৪] 'সি.আই.ডি.', 'রহস্য কুহেলিকা', 'কালকেউটে', 'ড্রাগন', 'ক্রাইম ওয়ার্লড্', 'মিস্ট্রিম্যান', 'কালনাগিনী', 'নব-কালনাগিনী', 'রক্তচক্র' (১৯৬৭ সালে প্রকাশিত সিরিজটির এগারো সংখ্যক বই হল 'কুহকিনীর চক্রান্ত'। কিন্তু প্রায় ষোল বছর পর এই একই গল্প ভেতরের অলংকরণগুলি বাদ দিয়ে 'রহস্যচক্র' সিরিজে চালিয়ে দেওয়া হয়। শ্রীস্বপনকুমারের ব্র্যান্ড ভ্যালুকে কাজে লাগিয়ে প্রকাশকরা কীভাবে ব্যবসা করেছেন তা এখান থেকে বোঝা যায়।), 'রহস্যচক্র', 'রোমাঞ্চ-রহস্য' (এই সিরিজের দুটি উপন্যাস 'হাতির দাঁতের করাত' এবং 'লক্ষ টাকার হীরা' নিয়ে পরবর্তীকালে পূর্বোক্ত সিরিজটির নাম অদল বদল করে 'রহস্য রোমাঞ্চ' নামে একটি সিরিজ প্রকাশ করেন 'ওরিয়েন্ট লাইব্রেরী'; কিন্তু এক্ষেত্রেও গল্প হুবহু এক।) 'বিচারক', 'রহস্য-পিরামিড', 'কালো নেকড়ে',' 'গভীর রাতের ভয়ংকর', 'ব্ল্যাক প্যান্থার' নামক চব্বিশটি সিরিজে অন্ততপক্ষে তিনশো (তার বেশি হওয়াও সম্ভব) বই রচনা করে বাংলা 'সিরিজ সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক' বা বলা ভালো 'মিথ'-এ পরিণত হয়েছেন।[১৫] সমকালে তাঁর গোয়েন্দা সিরিজগুলির যে কী বিপুল চাহিদা ছিল তা অনুধাবন করা যায় কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্তর পুত্র মহেশ গুপ্তর কথা থেকে—'ঝাঁকা করে সদ্য মুদ্রিত স্বপনকুমারের গোয়েন্দা কাহিনি নামতো দোকানে। আর সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি।[১৬] বস্তুত পাড়ার বইয়ের দোকান থেকে স্টেশনের ফেরিওয়ালা, খবরের কাগজওয়ালা—সর্বত্র শ্রীস্বপনকুমারের বই পাওয়া যেত। তাঁর পাঠক সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালচকের বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য:

> গত পঞ্চাশ বছরের যাঁরা পাঠক, তাদের মধ্যে যাঁদের পাঠাভ্যাসে কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না তাঁরা যেমন স্বপনকুমার পড়েছেন, যাঁদের পাঠাভ্যাসে নিষেধাজ্ঞা ছিল তাঁরা সেই এলিটিস্ট বৃত্ত রক্ষা করেও গোপনে স্বপনকুমার পড়েছেন। লক্ষ লক্ষ তাঁর পাঠক। কয়েক প্রজন্ম ধরে।[১৭]

অর্থাৎ সেই সময় শ্রীস্বপনকুমারের আকর্ষণ প্রায় অপ্রতিরোধ্য ছিল বলা যায়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় বইয়ের ব্যাপক কাটতি সত্ত্বেও শ্রীস্বপনকুমার যথেষ্ট অর্থ বা সাহিত্যিক হিসেবে সম্মান পাননি। সমকালে তাঁকে ফরমায়েশি, অকুলীন লেখক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০০১ সালের ১৫ ডিসেম্বর তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

গোয়েন্দা কাহিনির প্রতি পাঠকের আকর্ষণ চিরকালের। গোয়েন্দা গল্প-উপন্যাসে দু'দলের অর্থাৎ গোয়েন্দা ও অপরাধী এবং লেখক ও পাঠকের মধ্যে যে একধরনের প্রতিযোগিতা বা জয়-পরাজয়ের খেলা চলে সেটিই সাহিত্যের এই সংরূপটির পাঠকপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। একদিকে গোয়েন্দা চান তদন্তের

মাধ্যমে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে প্রকৃত অপকরাধীকে শনাক্ত করতে; অন্যদিকে অপরাধীর চেষ্টা থাকে গোয়েন্দার চোখে ধুলো দিয়ে তাঁর প্রতিটি পরিকল্পনাকে বানচাল করার। অনুরূপভাবে গোয়েন্দা কাহিনির পাঠক চেষ্টা করেন কাহিনিটি সমাপ্তির পূর্বে অর্থাৎ লেখকের দ্বারা প্রকৃত অপরাধী কে তা উন্মোচনের আগে নিজের বুদ্ধিবলে তাকে চিনে নেওয়ার। আর লেখকের চেষ্টা থাকে পাঠককে ভুল পথে চালিত করে বা তাঁকে বিভ্রান্ত করে কাহিনির শেষ পর্যন্ত তাঁর কৌতূহলকে ধরে রাখার প্রতি; কারণ কাহিনির শেষ পর্যন্ত পাঠকের কৌতূহল এবং আগ্রহ টেনে রাখবার ওপর গোয়েন্দা কাহিনির সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। কিন্তু প্রায়শই এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায় শ্রীস্বপনকুমারের গোয়েন্দা উপন্যাসগুলিতে। এখানে আমরা প্রখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জি এবং তাঁর সহকারী ও বন্ধু রতনলাল (কখনও দীপকের 'নারী সহকারিণী' তন্দ্রা)-কে বাজপাখি, ড্রাগন, কালরুদ্র, কালনাগিনী, কালো নেকড়ের মতো কুখ্যাত অপরাধীদের মোকাবিলা করতে দেখতে পাই। এদের ধরতে দীপক-রতনের নানান দুঃসাহসিক অভিযান (বিভিন্ন নাইট ক্লাব, জুয়ার আড্ডা, থেকে দেশ-দেশান্তরে এমনকী সাগরতল[১৮], মহাশূন্য[১৯] পর্যন্ত), বিচিত্র ছদ্মবেশ ধারণ, শত্রুর সঙ্গে বুদ্ধি প্রয়োজনে ক্ষমতার লড়াই, কখনো শত্রুর জালে বন্দী হয়ে দীপকের মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া এবং অল্পের জন্য রক্ষা পাওয়ার, পরিশেষে অপরাধীর নাগাল পাওয়া অথচ অধিকাংশক্ষেত্রেই তার অধরা থেকে যাওয়ার টানটান বর্ণনা পাঠককে রুদ্ধশ্বাসে পড়ে যেতে হয়। সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের ভাষায় বললে বলতে হয় যে, একবার শুরু করলে শেষ না করে থামা যেত না।[২০] তবে উল্লেখ্য, শ্রীস্বপনকুমারের গোয়েন্দা সিরিজগুলি পড়ার সময় লেখক কিংবা রহস্যানুসন্ধানী গোয়েন্দার সঙ্গে পাঠক বুদ্ধির প্রতিযোগিতা করার সুযোগ পান না। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এখানে অপরাধ সংঘটনের পর অপরাধীরা আত্মগোপনের চেষ্টা না করে ঘটনাস্থলে নিজেদের সংকেত আঁকা কার্ড ফেলে রেখে সগর্বে জানান দিয়ে যায় নিজস্ব কীর্তির। অথবা তারা আগে থেকে পুলিশ কিংবা দীপক চ্যাটার্জিকে টেলিফোন করে বা চিঠি লিখে জানিয়ে দেয় পরবর্তী অভিযানের কথা। তাই শ্রীস্বপনকুমারের গোয়েন্দা উপন্যাসগুলিতে ডিডাকশনের মাধ্যমে অপরাধীদের ধরার চেয়ে তাদের চেজ কারার দিকটি বেশি করে লক্ষ করা যায়। এখানে উল্লেখ্য, বেশিরভাগ সমালোচক দীপক চ্যাটার্জিকে একজন মারকুটে গোয়েন্দা বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন; কিন্তু শ্রীস্বপনকুমারের গোয়েন্দা সিরিজগুলির ধারাবাহিক পাঠের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, দীপকের কর্মপদ্ধতি প্রথম থেকেই অ্যাকশনধর্মী নয়। বরং শ্রীস্বপনকুমারের প্রথম সিরিজ 'বিশ্ব-চক্র'-এর প্রথম দিকের উপন্যাসগুলিতে দীপক চ্যাটার্জিকে সম্পূর্ণতই বুদ্ধিবলে রহস্যের সমাধান করতে দেখা যায়। 'বাজপাখি' সিরিজের দ্বিতীয় উপন্যাস 'বাজপাখির পুনরাভিযান'-এ তো বাজপাখি চিঠির মাধ্যমে দীপক চ্যাটার্জিকে বুদ্ধির লড়াইয়েরই চ্যালেঞ্জ জানায়:

> জীবনে অজস্র বুদ্ধির সংগ্রাম করেই সুকৌশলে আমাকে বন্দি করেছিলে তুমি।...আবার শুরু হল বাজপাখির পুনরাভিযান...যদি ক্ষমতা থাকে বাধা দিতে পারো তুমি।...কিন্তু বাহুবল নয়—এবার পরীক্ষা হবে বুদ্ধির বল, দেখা যাক বুদ্ধির বলে কে বড়ো ?...গোয়েন্দাশ্রেষ্ঠ দীপক চ্যাটার্জি, না দস্যুশ্রেষ্ঠ বাজপাখি।[২১]

বাজপাখির এই চিঠি থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, ইতিপূর্বে বাহুবল নয়; 'বুদ্ধির সংগ্রাম' করে 'সুকৌশলে' দীপক বাজপাখিকে ধরতে সফল হয়েছিলেন এবং এবারেও উভইয়ের বুদ্ধির লড়াই আসন্ন। বুদ্ধিবৃত্তির পাশাপাশি তদন্তকার্যে দীপককে বিজ্ঞানের সাহায্য নিতেও দেখা যায়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তিনি তাঁর বাড়ির কোণের ছোট একটা ঘরে ল্যাবরেটরি তৈরি করেছিলেন। তবে যুগ এবং পাঠকের চাহিদায়

ধীরে ধীরে বুদ্ধিবলে রহস্য সমাধানের বদলে অ্যাকশন প্রাধান্য পায়। অপেক্ষাকৃত পরের দিকের সিরিজগুলিতে প্রতিপক্ষের সঙ্গে মোকাবিলার প্রয়োজনে দীপককে মার্কিন গোয়েন্দা লেখকদের দ্বারা উদ্ভূত হার্ড বয়েলড ডিটেকটিভদের অনুরূপ বল প্রয়োগ করতে, যুযুৎসুর প্যাঁচে শত্রুকে 'কাবু' করতে, কখনো দু'হাতে পিস্তল চালাতে এমনকী অন্ধকারে নির্ভুল লক্ষ্যভেদ করতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, অপরাধীদের পশ্চাৎধাবন করতে দীপক চ্যাটার্জিকে কখনো মোটরগাড়ি, কখনো এরোপ্লেন, হেলিকাপ্টার, জাহাজ, লঞ্চ এমনকী মহাকাশযান চালাতে দেখা যায়। প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জির অ্যাকশন পারদর্শিতা, বিভিন্ন ধরণের যান চালনায় দক্ষতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় ইয়াং ফ্লেমিং-এর জেমস্ বণ্ডকে। তবে উল্লেখ্য, প্রখর বুদ্ধি, তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও অসম সাহসের অধিকারী দীপক চ্যাটার্জি আচার-আচরণ পোশাক-পরিচ্ছদে সাধারণ মানুষের মতোই। রহস্য সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য তাঁর জানা অথচ এই 'জ্ঞানতাত্ত্বিকতার ভার'[২২] তিনি চাপিয়ে দেন না পাঠকের ওপর। এর ফলে জনসাধারণ সহজেই নিজেদের দীপক চ্যাটার্জির সঙ্গে রিলেট করতে পারেন। আবার ইচ্ছে সত্ত্বেও নানান সীমাবদ্ধতার কারণে সাধারণ মানুষ যখন তাঁর চারপাশে সংঘটিত অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে পারেন না, তখন বইয়ের পাতায় দীপক চ্যাটার্জিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে দেখে একধরনের মানসিক বা বিকল্প অবলম্বন লাভ করেন তাঁরা। তদন্তকার্যে দীপক চ্যাটার্জির জয় এভাবে জনসাধারণের সাফল্য হয়ে ওঠে।

শ্রীস্বপনকুমার এবং তাঁর গোয়েন্দা সিরিজগুলিকে ঘিরে একইসঙ্গে বিতর্ক, বিভ্রান্তি এবং সংশয় রয়েছে একথা আমরা আলোচনার শুরুতেই উল্লেখ করেছি। এবং বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা শ্রীস্বপনকুমারের গোয়েন্দা উপন্যাসগুলির অভ্যন্তরীণ পাঠের ভিত্তিতে যুক্তিপূর্ণভাবে সেই সংশয় নিরসনের চেষ্টা করেছি। সমকালে শ্রীস্বপনকুমারের গোয়েন্দা উপন্যাসগুলিকে বাস্তবতাবর্জিত, গোঁজামিলে পূর্ণ, অপ্রাপ্তবয়স্কদের লেখা বলে চিহ্নিত করা হলেও তাঁর পাঠক অসংখ্য। এ যেন পাঠকের স্বীকৃতি কিংবা প্রত্যাখ্যান বা এ দুইয়ের সহাবস্থানের মানসিকতা শ্রীস্বপনকুমারকে ঘিরে। তাই নিকট অতীতের বাঙালির পাঠ-মানসিকতা বা আরও বৃহত্তর অর্থে বললে বাঙালির পাঠ-সংস্কৃতির ধারাবাহিক ইতিহাসকে জানতে শ্রীস্বপনকুমার ফিরে পড়া প্রয়োজন। এর পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যে পাল্প ফিকশনের ধারাটির চর্চা ও অগ্রগতির জন্য সিরিজগুলি গুরুত্বপূর্ণ। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ব্ল্যাক আউট, ভারত-চীন সীমান্ত যুদ্ধ, নোট জাল, বিভিন্ন অপরাধ চক্রের দুষ্কর্ম (বস্তুত পাঁচ ও ছয়ের দশকে 'কাপড় ঢাকা অপরাধী চক্র', 'কৌপিন বাবার চক্র', 'ডায়মণ্ড চক্র', 'ভিখিরি আক্রমণ চক্র', 'রাতের কুকুর চক্র'-এর আতঙ্ক ভীত-সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল জনসাধারণকে)[২৩] প্রভৃতি সমসাময়িক বিষয়গুলিও উঠে এসেছে তাঁর গোয়েন্দা সিরিজগুলিতে যা তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে অনুধাবনের সহায়ক।

পরিশেষে একটি কথা। শার্লক হোমসের যেমন ওয়াটসন, ব্যোমকেশ বক্সীর যেমন অজিত, তেমনি দীপক চ্যাটার্জির অভিযানগুলির কাহিনিকার হলেন শ্রীস্বপনকুমার। অর্থাৎ শ্রীস্বপনকুমার উপন্যাসের একজন চরিত্রও, এবং সে চরিত্র একজন প্রতিষ্ঠিত লেখকের। বাস্তবে লেখক হিসেবে পর্যাপ্ত স্বীকৃতি ও সম্মান না পাওয়ার আক্ষেপকে[২৪] সমরেন্দ্রনাথ পাণ্ডে ওরফে শ্রীস্বপনকুমার হয়তো প্রখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জির দুঃসাহসিক অভিযানগুলির লেখক হিসেবে এইভাবে বইয়ের পাতায় পূরণ করে নিতে চেয়েছিলেন।

তথ্যসূত্র:

1) নিমাই গড়াই, দ্র. দীপক রতন এবং স্বপনকুমার, শীর্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮ মার্চ, ২০১৫, পৃ.৩।
2) ক) 'ঢং ঢং ঢং...রাত তিনটে।...', শ্রীস্বপনকুমার, বাজপাখির পুনরাভিযান, নিমাই গড়াই (সম্পাদিত) স্বপনকুমার সমগ্র, ২'য় খণ্ড, লালমাটি প্রকাশন, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ৬১।
খ) 'ঢং ঢং ঢং ঢং...
এগারোটা বাজল।', শ্রীস্বপনকুমার, বাজপাখির প্রতিহিংসা, জেনারেল লাইব্রেরী অ্যাণ্ড প্রিণ্টার্স, কলিকাতা-৬, পুনর্মুদ্রণ: ১৩৮৫, পৃ.২৩।
3) অদ্রীশ বিশ্বাস, সিরিজ সাহিত্য বহুত্বময় বরাভয়ের সামাজিক রাজনীতি, অনুষ্টুপ পত্রিকা, অনিল আচার্য (সম্পাদিত), শারদীয় ১৪১৯, পৃ. ৩৫৭।
4) শান্তনু ঘোষ, শ্রীস্বপনকুমারের নেপথ্যে, চার্বাক, অশোক উপাধ্যায় (সম্পাদিত), নির্বাহী সম্পাদক: ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, ১৭৭৮ গ্রন্থচর্চা, নবপর্যায় ১, জানুয়ারি ২০২২, পৃ.২৩৮।
5) ক) অদ্রীশ বিশ্বাস, সিরিজ সাহিত্য বহুত্বময় বরাভয়ের সামাজিক রাজনীতি, পূর্বোক্ত অনুষ্টুপ পত্রিকা পৃ. ৩৬৪। এখানে উল্লেখ্য, প্রাগুক্ত প্রবন্ধে সমালোচক শ্রীস্বপনকুমারের বাজপাখি সিরিজে সর্বমোট ২৫টি বই প্রকাশিত হওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা বাজপাখি সিরিজের একাধিক উপন্যাসের একাধিক সংস্করণ দেখেছি এবং প্রতি ক্ষেত্রেই বইগুলির প্রকাশতথ্য সম্বলিত পৃষ্ঠা ও ব্যাক কভারে সিরিজটির ১৫টি উপন্যাসের নামই উল্লিখিত বা বলা যায় বিজ্ঞাপিত হয়েছে। অবশ্য প্রতি সংস্করণে সিরিজের ১৫টি বইয়ের নাম-তালিকা উল্লেখের পর 'এর পর আরো বেরোচ্ছে' লেখা থাকলেও কোনও সংস্করণে ১৫টির বেশি বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। সেখান থেকে বাজপাখি সিরিজে যে ১৫টি উপন্যাসই প্রকাশিত হয়েছিল এমন সিদ্ধান্ত করা সম্ভবত অযৌক্তিক হবে না।

খ) অভি চক্রবর্তী, হারিয়ে যাওয়া ছেলেবেলা শীর্ষক ভূমিকা, পূর্বোক্ত স্বপনকুমার সমগ্র, ৪র্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত লালমাটি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ২০১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুল্লিখিত।

গ) মহেন্দ্র গুপ্ত(আগরওয়াল), দ্র.সিরিজ সাহিত্য বহুত্বময় বরাভয়ের সামাজিক রাজনীতি, অদ্রীশ বিশ্বাস, পূর্বোক্ত অনুষ্টুপ পত্রিকা পৃ.৩৬১।

ঘ) কৌশিক মজুমদার, পাল্প কালচার, সিরিজ সাহিত্য ও স্বপনকুমার, পূর্বোক্ত স্বপনকুমার সমগ্র, ৩'য় খণ্ড, পূর্বোক্ত লালমাটি প্রকাশন,প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ২০১৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুল্লিখিত।
6) ক) অর্ণব সাহা, অদ্বিতীয় দীপক চ্যাটার্জি, কোরক পত্রিকা, তাপস ভৌমিক (সম্পাদিত), বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা, প্রাক্ শারদ, ১৪২০, পৃ.৯১।

খ) প্রলয় বসু, গোয়েন্দা রহস্যের সন্ধানে, খড়ি প্রকাশনী, কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা পুস্তকমেলা ২০২০, পৃ.১৬৬। এখানে উল্লেখ্য প্রলয় বসু পূর্বোক্ত গ্রন্থে (১৬৬ পৃষ্ঠায়) শ্রীস্বপনকুমারের বাজপাখি সিরিজকে দেব সাহিত্য কুটীর থেকে প্রকাশিত বলেছেন; কিন্তু এই তথ্যটি সর্বৈব ভুল। বাজপাখি সিরিজ প্রকাশিত হয় জেনারেল লাইব্রেরী অ্যাণ্ড প্রিণ্টার্স থেকে, পরবর্তীকালে যার নাম পালটে মহেশ পাবলিকেশন হয়।

7) শ্রীস্বপনকুমার, মৃত্যুচক্রে বাজপাখি, পূর্বোক্ত স্বপনকুমার সমগ্র, ১'ম খণ্ড, পূর্বোক্ত লালমাটি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ: পুস্তক পার্বণ ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ.২৩।
8) শ্রীস্বপনকুমার, চক্রান্তের জাল(রকেট সিরিজের ৯ নং উপন্যাস), পূর্বোক্ত স্বপনকুমার সমগ্র, ৩'য় খণ্ড দ্রষ্টব্য, পূর্বোক্ত লালমাটি প্রকাশন,প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ২০১৬।
9) দ্র. সংবাদ প্রতিদিন, ৯ জুন ২০১৩।
10) শান্তনু ঘোষ, শ্রীস্বপনকুমারের নেপথ্যে, চার্বাক, অশোক উপাধ্যায় (সম্পাদিত), নির্বাহী সম্পাদক: ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, ১৭৭৮ গ্রন্থচর্চা, নবপর্যায় ১, জানুয়ারি ২০২২, পৃ.২৩৭।
11) শ্রীস্বপনকুমার, অদৃশ্য সঙ্কেত, স্বপনকুমার ২০টি গোয়েন্দা উপন্যাস, প্রথম খণ্ড, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, পুনর্মুদ্রণ: নভেম্বর ২০১৯, অগ্রহায়ণ ১৪২৬, পৃ.১১-১২।
12) শ্রীস্বপনকুমার, রক্তের তৃষ্ণা,পূর্বোক্ত স্বপনকুমার সমগ্র, ১'ম খণ্ড, পূর্বোক্ত লালমাটি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ: পুস্তক পার্বণ ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ.৪৫।
13) শ্রীস্বপনকুমার, সাপের চোখ নীল, বিমলা প্রকাশনী, কলকাতা-৫, ১৩৮১ সাল, পৃ.২৭।
14) এই সিরিজটির কথা আমরা অদ্রীশ বিশ্বাসের সিরিজ সাহিত্য বহুত্বময় বরাভয়ের সামাজিক রাজনীতি শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে জানতে পেরেছি। দ্র. পূর্বোক্ত অনুষ্টুপ পত্রিকা পৃ. ৩৯১।
15) অদ্রীশ বিশ্বাস, সিরিজ সাহিত্য বহুত্বময় বরাভয়ের সামাজিক রাজনীতি, পূর্বোক্ত অনুষ্টুপ পত্রিকা পৃ. ৩৫৭।
16) মহেশ গুপ্ত, দ্র. জ্যোতিষী স্বপনকুমার (শ্রীভৃগু) এমবিবিএস, পীযূষ আশ, এই সময়, ২৬ এপ্রিল ২০১৪, পৃ.২।
17) অদ্রীশ বিশ্বাস, সিরিজ সাহিত্য বহুত্বময় বরাভয়ের সামাজিক রাজনীতি, পূর্বোক্ত অনুষ্টুপ পত্রিকা পৃ. ৩৫৮।
18) শ্রীস্বপনকুমারের সাগরতলে বাজপাখি, সাগরতলে ড্রাগন উপন্যাসগুলি দ্রষ্টব্য।
19) শ্রীস্বপনকুমারের আকাশপথে বাজপাখি, মহাশূন্যে ড্রাগন, কালনাগিনীর রহস্যজাল, মহাশূন্যে কালনাগিনী উপন্যাসগুলি দ্রষ্টব্য।
20) সমরেশ মজুমদার, দ্র.দীপক রতন এবং স্বপনকুমার,পূর্বোক্ত আনন্দবাজার পত্রিকা, পৃ.২।
21) শ্রীস্বপনকুমার, বাজপাখির পুনরাভিযান, পূর্বোক্ত স্বপনকুমার সমগ্র, ১'ম খণ্ড, পূর্বোক্ত লালমাটি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ: পুস্তক পার্বণ ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ.৫৭।
22) অদ্রীশ বিশ্বাস, সিরিজ সাহিত্য বহুত্বময় বরাভয়ের সামাজিক রাজনীতি, পূর্বোক্ত অনুষ্টুপ পত্রিকা পৃ. ৩৭৪।
23) অদ্রীশ বিশ্বাস, সিরিজ সাহিত্য বহুত্বময় বরাভয়ের সামাজিক রাজনীতি, পূর্বোক্ত অনুষ্টুপ পত্রিকা পৃ. ৩৮৩।
24) ক) লেখকের এই আক্ষেপ প্রতিধ্বনিত হয়েছে তাঁর পুত্রবধূর বয়ানে— 'এটা নিয়ে বাবার একটা দুঃখ ছিল, জানেন?...বাবা এত লিখেছেন! রহস্যগল্প ছাড়াও জ্যোতিষচর্চা, বাংলার ডাক্তারির বই, গাড়ি চালানো শেখা, সবজি চাষ, পশুপালন—এত বিতিত্র বিষয় নিয়ে লিখেছেন। অজস্র বিক্রি হয়েছে সে সব বই। বাবা না পেয়েছেন যথেষ্ট টাকা, না পেয়েছেন সাহিত্যিক হিসেবে সুনাম।' শ্যামলী পাণ্ডে, দ্র.দীপক রতন এবং স্বপনকুমার,পূর্বোক্ত আনন্দবাজার পত্রিকা, পৃ.৪।

খ) শ্রীস্বপনকুমার কালো নেকড়ের প্রতিহিংসা উপন্যাসে স্বয়ং দীপক চ্যাটার্জিকে দিয়ে বলিয়েছেন, 'আমার নিয়ে অনেক গল্প লিখেছেন। তার ফলে আমার নাম আজ বাংলাদেশে বিখ্যাত হয়েছে। তাই নয় কি ? কিন্তু আশ্চর্য, এসব ঘটনাকে লোকে গল্প বলে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে এগুলো গল্প নয়—বাস্তব,...তার মধ্যে কিছুটা কল্পনা মাঝে-মাঝে এসে প্রবেশ করেছে। তাই এগুলো অবিশ্বাস্য মনে করবেন না।' লক্ষণীয়, এখানে গোয়েন্দাপ্রবর দীপক চ্যাটার্জি বাংলাদেশে তাঁর বিখ্যাত হয়ে ওঠার ক্রেডিট দিচ্ছেন শ্রীস্বপনকুমারকে, যিনি কিনা লেখকেরই আরেক সত্তা। আবার সমকালে শ্রীস্বপনকুমারের গোয়েন্দা সিরিজগুলির প্রতি আবাস্তবতার যে অভিযোগ ছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এখানে যেন লেখক দীপক চ্যাটার্জির মাধ্যমে পাঠককে এর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে অবহিত করার চেষ্টা করছেন। এইভাবে শ্রীস্বপনকুমার যেন পাঠকের কাছে লেখক হিসেবে নিজের এবং তাঁর গোয়েন্দা সিরিজগুলির একটা গ্রহণযোগ্যতা তৈরির চেষ্টা করেছেন বলা যায়।

সহায়ক বাংলা গ্রন্থ:

1) অদ্রীশ বিশ্বাস (রচনা, সংকলন ও সম্পাদনা), জাল বিশ শতকের বা শেষ একশো বছরের জাল বিষয়ে কিছু উল্লেখযোগ্য নমুনা পর্যালোচনা, প্রতিভাস, কলকাতা-০২, প্রথম প্রকাশ: ১লা বৈশাখ, ১৪২৪ (এপ্রিল ২০১৭)।
2) অভি চক্রবর্তী, রাতবিরেতের রক্তপিশাচ, বুক ফার্ম, কলকাতা-৩০, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ২০১৬।
3) বিনোদ ঘোষাল, সুপারম্যানের পিতা, পত্রভারতী, ক্লকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ২০১৯।
4) রবিন পাল, প্রবন্ধ সংগ্রহ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৮।
5) সুধীর চক্রবর্তী (সম্পাদিত), বুদ্ধিজীবির নোটবই, পুস্তক বিপণি,কলকাতা-৯, চতুর্থ মুদ্রণ: আগস্ট ২০২১।
6) সুভদ্রকুমার সেন, বটতলা-সাহিত্য ও অন্যান্য প্রবন্ধ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৪১২।

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ:

1) Francesca Orsini, Print and Pleasure : Popular Literature and Entertaining Fictions in Colonial North India, Orient BlackSwan, January 1, 2009.
2) Howard Haycraft (edited) ,The Art of the Mystery Story : A Collection of Critical Essays, Simon and Schuster, New York, 1946.
3) Otto Penzler (edited), The Black Lizard Big Book of Pulps : The Best Crime Stories from the pulps During Their Golden Age—The '20s, '30s, & '40s, Knopf Doubleday Publishing Group, 6 November 2007.
4) P.D. James, Talking About Detective Fiction, Vintage Books, A Division of Random House, Inc, New York, First Vintage Books Edition : May 2011.

সহায়ক পত্রিকা:

1) পরিকথা, বাংলা ছোটগল্পের বিস্তার, (বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য: একটি অনুসন্ধান), দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ষোড়শ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, মে ২০১৪।

2) বিভাব, শার্লক হোমসের শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা, আমন্ত্রিত সম্পাদক: ধরণী ঘোষ ও সিদ্ধার্থ ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক: সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, গ্রীষ্ম : ১৩৯৪।
3) শিলাদিত্য, প্রধান সম্পাদক: রবিশংকর বল, সম্পাদক: মৌসুমী ঘোষ, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৫ শ্রাবণ ১৪২০/ ১ আগস্ট ২০১৩।
4) হরপ্পা, (অরিন্দম দাশগুপ্ত, শখের গোয়েন্দা থেকে গোয়েন্দাপুলিশ), সৈকত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৭।